BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100028

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষা: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

Sabnam Farha

sabnamfarha1983@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি, যার উপর মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক সাম্য ও টেকসই জাতীয় অগ্রগতি নির্ভরশীল। এই স্তরেই শিশুর জ্ঞানীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সৃজনশীল বিকাশের বীজ রোপিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, কাঠামো, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ–শেখার পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক রূপরেখা প্রদান করে, যার উদ্দেশ্য গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই গবেষণাপত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নীতির তাত্ত্বিক শক্তি, যেমন—শিশুবান্ধব শিক্ষা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষার ধারণা—সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের অভাব, দক্ষ মানবসম্পদের সংকট, প্রশাসনিক দুর্বলতা, গ্রামীণ-শহুরে বৈষম্য এবং সামাজিক সচেতনতার ঘাটতির মতো বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নীতিমালার আদর্শ লক্ষ্য ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যকার ব্যবধান, গুণগত শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনাও এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে, এই গবেষণা প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব উন্নয়নে নীতি ও প্রয়োগের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

মূল শব্দ: *জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাথমিক শিক্ষা, গুণগত শিক্ষা, শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ।*

ভূমিকা:

শিক্ষা মানবসভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি এবং এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশ, সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন—অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে বিবেচিত, কারণ এখানেই শিশুর শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পাশাপাশি তার নৈতিকতা, সামাজিক আচরণ, শৃঙ্খলাবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা ঘটায়। এই স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ শিশুর সারাজীবনের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করে। ভাষা শিক্ষা, প্রাথমিক গণিত, সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, কৌতূহল ও সৃজনশীলতা বিকশিত হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান যদি দুর্বল হয়, তবে পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ কারণেই জাতীয় উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

জাতীয় শিক্ষানীতি মূলত একটি রাষ্ট্রের শিক্ষা দর্শন, লক্ষ্য ও কৌশলগত পরিকল্পনার প্রতিফলন। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কেবল সাক্ষরতা অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। এর মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া হ্রাস এবং সামাজিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব চিত্রের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। নীতিতে গুণগত শিক্ষা, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হলেও বাস্তবে শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, প্রশিক্ষণের অভাব এবং পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এসব লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে নীতিগত ঘোষণার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

১. জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা বিশ্লেষণ করা।

২. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতির ইতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করা।

৩. নীতির বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করা।

৪. নীতিগত লক্ষ্য ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান বিশ্লেষণ করা।

৫. ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত **গুণগত (Qualitative)** গবেষণার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। তথ্য সংগ্রহের জন্য—

- জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণ,
- বিদ্যমান গবেষণা, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- শিক্ষা বিষয়ক সেকেন্ডারি ডেটা ব্যবহার

এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার নীতিগত কাঠামো ও বাস্তব চিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান লক্ষ্য হলো সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও প্রতিটি শিশু শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা কেবল মৌলিক সাক্ষরতা নয়, বরং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও চিন্তাশক্তি অর্জন করতে পারে।

নীতিতে শিশুকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক। একই সঙ্গে নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক

গড়ে তোলাকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া হ্রাস এবং শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

নীতিগতভাবে এসব লক্ষ্য অত্যন্ত ইতিবাচক, সময়োপযোগী ও প্রগতিশীল হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক সংকট, সামাজিক সচেতনতার অভাব ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মতো বিভিন্ন কাঠামোগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে জীবনঘনিষ্ঠ, দক্ষতাভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও মূল্যবোধের বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিতে শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আনন্দময় শেখার পরিবেশ সৃষ্টির কথাও উল্লেখ রয়েছে।

তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয়বস্তুনির্ভর হয়ে পড়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষণ পদ্ধতিতে এখনও মুখস্থনির্ভরতার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ যথাযথভাবে ঘটছে না। এর ফলে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমিত থেকে যাচ্ছে, যা জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষিত লক্ষ্য পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়।

শিক্ষক ও শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নীতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও পেশাগতভাবে সচেতন শিক্ষকই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষককে কেবল পাঠদাতা নয়, বরং শিক্ষার্থীর সহায়ক, দিকনির্দেশক ও অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাও নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে বাস্তব পরিস্থিতিতে নীতিগত লক্ষ্য ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ভারসাম্যহীন, যা শ্রেণিকক্ষ পরিচালনাকে কঠিন করে তোলে। একই সঙ্গে সকল শিক্ষক পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ফলে আধুনিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত থেকে যাচ্ছে। পেশাগত মর্যাদা, আর্থিক প্রণোদনা ও কর্মপরিবেশের ঘাটতি শিক্ষকদের কর্মপ্রেরণাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উপরন্তু অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের চাপ শিক্ষকদের মূল শিক্ষাদান কার্যক্রম থেকে মনোযোগ বিচ্যুত করে, যা প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা:

জাতীয় শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগামী দিক হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। এই নীতির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশু, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু এবং জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশুদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। নীতিগতভাবে এর উদ্দেশ্য হলো কোনো শিশুই যেন শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সকল শিশু মূলধারার শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

তবে বাস্তবে এই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন এখনও নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, যেমন র‍্যাম্প, উপযোগী শৌচাগার ও সহায়ক শ্রেণিকক্ষ উপকরণ। পাশাপাশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রান্তিক শিশুদের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংকট একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয়। সহায়ক শিক্ষা উপকরণ

ও প্রযুক্তির অভাব এবং সামাজিক সচেতনতার ঘাটতির কারণেও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ফলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঘোষিত সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন এখনও আংশিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও শিক্ষার গুণগত মান:

আধুনিক শিক্ষানীতিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং শেখার প্রক্রিয়াকে সহায়তা ও উন্নত করার একটি কার্যকর উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক, বহুমাত্রিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব মূল্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেখানে প্রকল্পকর্ম, শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কার্যকলাপ, ব্যবহারিক কাজ, উপস্থাপনা এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও পরীক্ষানির্ভর ও নম্বরকেন্দ্রিক মূল্যায়নই প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে, যা নীতিগত নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এই পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য—শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক ও সৃজনশীল বিকাশ—গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ভালো নম্বর অর্জনের লক্ষ্যে মুখস্থনির্ভর পড়াশোনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে বিশ্লেষণী চিন্তা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। জ্ঞান এখানে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়।

একই সঙ্গে অতিরিক্ত পরীক্ষা, ফলাফলকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা এবং নম্বরের চাপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী শেখার স্বাভাবিক আনন্দ হারিয়ে ফেলে এবং আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষত শিশু ও কিশোর পর্যায়ে এই চাপ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর প্রকৃত শেখার ফলাফল, বাস্তব দক্ষতা, নৈতিক বোধ ও জীবনমুখী সক্ষমতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়। একজন শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, যোগাযোগ দক্ষতা বা সৃজনশীল চিন্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি পরীক্ষার নম্বরের মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষার গুণগত মান নির্ধারণে একটি সীমিত ও একপাক্ষিক চিত্র উঠে আসে।

অতএব, শিক্ষানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও বাস্তব শিক্ষাচর্চার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবধান দূর না করা গেলে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে অর্থবহ ও জীবনমুখী করে তুলতে হলে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এনে ধারাবাহিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

নীতির বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ:

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও এর বাস্তব প্রয়োগে একাধিক কাঠামোগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এই চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা না করা গেলে নীতির উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপ লাভ করা সম্ভব নয়, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে।

প্রথমত, পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত। এর ফলে নীতিতে প্রস্তাবিত উদ্ভাবনী কর্মসূচিগুলো কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের সংকট শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীর অভাবে পাঠদান ও মূল্যায়নের গুণগত মান ব্যাহত হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হওয়ায় আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাব নীতির বাস্তবায়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার অভাবে অনেক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না। ফলে নীতির সুফল প্রান্তিক স্তরে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে।

চতুর্থত, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য শিক্ষার সমতা অর্জনের পথে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে উন্নত বিদ্যালয়, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকলেও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় অবকাঠামো, শিক্ষকসংখ্যা ও শিক্ষাসামগ্রীর ঘাটতি প্রকট। এর ফলে শিক্ষার গুণগত মানে বড় ধরনের ফারাক তৈরি হয়।

পঞ্চমত, সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতার অভাবও নীতির সফল বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্ব, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে পর্যাপ্তভাবে সচেতন নন। দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতা শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এই বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো জাতীয় শিক্ষানীতির কার্যকর বাস্তবায়নকে জটিল করে তুলেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক সংস্কার, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ:

জাতীয় শিক্ষানীতি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রগতিশীল হলেও এর বাস্তব প্রয়োগে একাধিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। নীতিতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বাস্তবক্ষেত্রে অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ হলো নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব। কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও স্থানীয় স্তরে তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে প্রায়শই ফাঁক থেকে যায়, যার ফলে নীতির মূল উদ্দেশ্য বিকৃত বা অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়।

এছাড়া নীতিতে স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার পর্যাপ্ত প্রতিফলন দেখা যায় না। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে একক নীতিগত কাঠামো সব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। গ্রামীণ, প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক পটভূমি অনেক ক্ষেত্রেই নীতি বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতাগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় নীতি অনেক সময় বাস্তবভিত্তিক না হয়ে আদর্শবাদী রূপ ধারণ করে।

তদুপরি, পর্যাপ্ত নজরদারি, মূল্যায়ন ও জবাবদিহি ব্যবস্থার অভাব নীতির কার্যকারিতাকে আরও সীমিত করেছে। নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন না হওয়ায় ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ কমে যায়। ফলে নীতির উদ্দেশ্য ও বাস্তব ফলাফলের মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান তৈরি হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করলেও বাস্তব প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে তার প্রত্যাশিত সুফল পুরোপুরি অর্জিত হচ্ছে না।

সুপারিশ:

বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতির কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো—

১. **প্রাথমিক শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি:** প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, ডিজিটাল সুবিধা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অর্থায়নের ঘাটতি দূর না হলে নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

২. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মর্যাদা উন্নয়ন:**শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা জরুরি। যোগ্য ও অনুপ্রাণিত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

৩. **পাঠ্যক্রমকে আরও জীবনঘনিষ্ঠ করা:** পাঠ্যক্রমে স্থানীয় সংস্কৃতি, বাস্তব জীবনের সমস্যা ও ব্যবহারিক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাকে অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

৪. **পরীক্ষানির্ভরতা কমিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন জোরদার করা:**নম্বরকেন্দ্রিক পরীক্ষার পরিবর্তে ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত শেখার অগ্রগতি ও দক্ষতা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৫. **স্থানীয় পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা:**m বিদ্যালয়, প্রশাসন ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে নীতি বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, নজরদারি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা উচিত।

উপসংহার:

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা প্রদান করে। তবে নীতির সাফল্য নির্ভর করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে নীতিগত লক্ষ্যকে বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় করা অপরিহার্য। এই সমালোচনামূলক পর্যালোচনা আশা করা যায় নীতিনির্ধারক, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যসূত্র

- জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯। ভারত সরকার।
- দাস, সুকুমার (২০১৪)। *প্রাথমিক শিক্ষা ও জাতি গঠন*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (২০১7)। *শিক্ষার সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকস্বান।
- মুখোপাধ্যায়, কল্পনা (২০১9)। *শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও মূল্যায়ন*। কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট।
- সরকার, প্রণব (২০২0)। *শিক্ষানীতি ও বাস্তবতা*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।
- সেন, অমর্ত্য (২০১5)। *উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়* (বাংলা অনুবাদ)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- চট্টোপাধ্যায়, রতন (২০১6)। *ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- নায়েক, জে. পি. (২০১4)। *ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (বাংলা সংস্করণ)।
- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (২০২1)। *প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন*।

Citation: **Farha. S.,** (2024) "জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষা: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.